উপসংহার

নারীর কথা খোঁজার অন্বেষণ

"কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী
মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়ে দু'চোখে মেলেছি
মানুষ হয়ে বাঁচব সবাই— লড়াই চালাচ্ছি।"[১]
(খোঁজ এখন, আষাঢ়, ১৪১০, পৃঃ ২০)

বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের লেখিকা আশালতা সিংহ চেয়েছিলেন এমন এক সমাজ, যেখানে মেয়েরা 'মেয়েমানুষ' নয়, 'মানুষ' রূপে পরিচিত হবে। যেখানে লিঙ্গবৈষম্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে নারী এবং পুরুষকে সমানভাবে দেখা হবে। আশালতা এই ভাবনায় ভাবিত বলে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে একই ভাবধারা। আশালতা নারীর সত্তাকে, তার স্বরকে, তার উপলব্ধিকে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পবিশ্বে। আশালতার নারী গতানুগতিক ভাবধারায় আবদ্ধ নয়, তাদের রয়েছে বহির্জগতে বেরোনোর স্বাধীনতা; তাঁরা শিক্ষিতা, গানে-বাজনায় পারদর্শী; তারা স্বাধীন তবে স্বেচ্ছাচারী নয়। নির্দিষ্ট যুক্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থেকেই স্বতন্ত্র বিশ্বনির্মানে তারা ইচ্ছুক।

আশালতার নারীচরিত্ররা কল্পনার রঙে সাজানো চরিত্র নয়। তাঁর নারীরা সমাজ থেকে উঠে আসা আমাদের চিরপরিচিত চরিত্র। যেমন, 'রান্নাঘর' গল্পের সুধীরা, 'দাবি' গল্পের মঞ্জুলা, 'স্বপ্নের অর্থ' গল্পের সুজাতা, 'বেদনার বিভিন্নতা' গল্পের ঊর্মিলা প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই নিরন্তর গৃহকর্ম ও সন্তান পালনের মধ্য দিয়েই দিন-রাত্রি অতিবাহিত করে। তাদের নিজের সম্পর্কে ভাবার অবকাশ নেই। এ ধরনের চরিত্ররা সমাজের প্রত্যেক ঘরেই বিরাজিত। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারিণী আশালতার কুশলী হস্তে সে-সব নারীদেরও কথা উঠে আসে। নারীর কথা বলতে গিয়ে মুখোশধারী কিছু কিছু পুরুষদের মানসিকতাকেও অনাবৃত করেছেন তাঁর গল্পে। যেমন— 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল', 'পূর্ব্বাপর' ইত্যাদি। আশালতা তাঁর গল্পবিশ্বে নারীজীবনের বিচিত্র সংকট যেমন তুলে ধরেছেন সেই

সঙ্গে নর-নারীর রোমান্টিক প্রণয়গাঁথার মধ্য দিয়ে নারী মনের রহস্যময়তাকেও উন্মোচিত করেছেন। যেমন— 'নারীচরিত্র' গল্পের মাধবী, 'বিরহ' গল্পের মণিমালাদের মধ্য দিয়ে। মেয়েরা যতই আধুনিকা, শিক্ষিতা, স্বাধীন হোক না কেন, স্বামীর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙক্ষা তাদের একবিন্দুও কম নয়। মণিমালার মধ্য দিয়ে নারী মনের এই রহস্যময়তাকে উন্মোচিত করেছেন আশালতা। এছাড়াও অন্যান্য গল্পেও নারীর মনের রহস্যময়তাকে উন্মোচিত করেছেন তিনি। 'চিরন্তন ভ্রান্তি', 'মৃত্যুর আলো', প্রভৃতি গল্পে ঈর্ষাপরায়ণ নারীচরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

আশালতা সিংহ নারীর জীবনের কথা বলতে গিয়ে পুরুষের মুখ ও মুখোশকে কেবল আবিষ্কার করার প্রয়াস করেননি, পাশাপাশি নারীর মুখ ও মুখোশকেও অনাবৃত করেছেন। 'স্বরূপ' গল্পের তরলা ও তটিনীর মধ্য দিয়ে, 'কাসুন্দি' গল্পে বিজলীর মধ্য দিয়ে বা 'বুদ্‌বুদ্‌' গল্পের মীরার মধ্য দিয়ে এমন এক শ্রেণির নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন যারা ভালোমানুষীর আড়ালে লুকিয়ে রাখে নীচ, ভন্ড, স্বার্থান্বেষী মনোভাব। আশালতা নারীর গুণাবলীর পাশাপাশি নারীর অবমাননার ছবিই শুধু তুলে ধরেননি, নারীর নেতিবাচক দিকগুলিও গল্পে উপস্থাপন করেছেন নিরপেক্ষভাবে। আশালতার নারীরা আত্মমর্যাদাময়ী। তাই তাঁর সৃষ্ট নায়িকার কণ্ঠে শোনা যায়—

"বিয়ে মানে আত্মসম্মান বিসর্জন নয়।"

(মধুচন্দ্রিকা গল্প)

বা 'নূতনপ্রথা' গল্পের মুক্তি যখন দেখে পার্টিতে আসা মেয়েরা ছেলেদের পছন্দের পাত্রী হওয়ার জন্য নানা ফন্দী অবলম্বন করছে তখন আত্মমর্যাদাময়ী মুক্তির মনে হয়—

"এই কি আমাদের দেশের সমাজের ছবি? আধুনিকতার বড়াই— শিক্ষার গর্ব্ব সমস্তই কোন্ অতলতলে তলিয়ে গেলো! মেয়েরা লেখা-পড়া শিখছে, গানবাজনা শিখছে, সাজসজ্জা করছে কেবল কি এইজন্যে?"

আত্মমর্যাদাময়ী মুক্তি শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা করেছে—

"জীবনে কখনো বিয়ে করবে না। অন্তত: এ নূতন প্রথায় নয়।"

আশালতার নারীরা স্বাবলম্বী। তাঁর মতে, দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক না হয়ে হওয়া চাই বন্ধুত্বের। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সহযোগিতা দরকার, তবেই দাম্পত্যজীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হয়। আশালতা 'ননীদি' গল্পের মধ্য দিয়ে বলেছেন— একজনের উপার্জনে সংসার চালানো যদি কষ্টকর হয়, তবে স্ত্রীর উপার্জনে যদি স্বামীর স্বল্প পরিমাণও সহযোগিতা হয় সে জায়গায় প্রত্যেকেরই এগিয়ে আসা দরকার। এটাই সুন্দর, স্বচ্ছ দাম্পত্যের চাবিকাঠি। যে সমাজব্যবস্থায় নর-নারীর ভালোবাসা অপেক্ষা বংশমর্যাদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আশালতার নারীরা বিরোধিতা করেছেন সেই সমাজকে। যৌনতার স্পষ্ট প্রতিফলন তাঁর গল্পে অনুপস্থিত বলে তার নারী রমণীয় মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়েছে গল্পে। 'অপমান', 'পরিবর্তন', 'সাধনার ফল' গল্পে নারীকে কল্যাণময়ী রূপে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। আশালতার নারীরা আত্মসচেতন ও আধুনিক মতাদর্শে লালিত বলে কুসংস্কার মেনে নেওয়ার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁরা আধুনিক চেতনায় প্রভাবিত হলেও এঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই জীবন যাপন করেছে। তাঁর উদাহরণ পাওয়া যায় 'সুরমার সংযম' গল্পের সুরমা চরিত্রে। তৎকালীন সমাজে পাত্রী নির্বাচনের নামে মেয়েদের অপদস্থ করা,

পুত্রসন্তান ও কন্যা সন্তানকে ভিন্ন চোখে দেখা নারীদেরকে 'মেয়ে' বলে হেয় করা নারীজীবনের এসব অহিতকর ব্যাপারগুলিকে নির্দেশিত করে আশালতা নারীচরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে সংঘটিত করেছেন তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে। নারীর ওপর পুরুষদের মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি আশালতা নারী কর্তৃক নারীর অবমাননার দিকটিও গল্পে উপস্থাপন করেছেন। আশালতা নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়মূলক রীতিনীতির বাঁধনকে যেমন ছিন্ন করতে চেয়েছেন তেমনি পুরুষ নির্দিষ্ট কাজকর্মে নারীরাও যে পারদর্শিনী হয়ে উঠতে পারে তাও দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে।

আশালতার গল্পবিশ্বে ভিন্ন-ভিন্ন কাহিনির অনুষঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্যই নজরে পড়ে। একই চক্রের মধ্যে ঘুরে চলা আশালতার গল্পবিশ্বের কাহিনিতে উঠে আসে নারীর সামাজিক অবস্থান, নারীজীবনের বিচিত্র সংকট, নারীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবাবেগ, নারীর অন্তর্জগতে লুক্কায়িত রহস্যময়তা, নারী মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নারীকেন্দ্রিক বিষয়। তাই বলে আশালতাকে নারীবাদী বলা যায় না, তিনি নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের দাবিদার। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মানবতাবাদকে, প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন সমাজ সচেতনতাকে, বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন নারী পুরুষের মনের জটিল রহস্যময়তাকে। সেদিক থেকে আশালতার লিখন বিশ্ব এমন এক চিন্তা, এমন এক ভাবনা, এমন এক অনুভবের জন্ম দেয় যেখানে নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক।

"নতুন শতকে এই হেস্তনেস্ত হোক
সবার ওপরে সত্য যে 'মানুষ' তার পাশে মানুষীও যেন ভালো থাকে"